(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর লিখিত কিতাব
"গীবতের ধ্বংসলীলা" থেকে নেওয়া বিষয়াবলীর প্রথম অংশ)

তামার নখ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী ﷺ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন ان شاء الله যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

اللہ

یا اللہ! جو کوئی رسالہ **"تانبے کے ناخن"** کے 26 صفحات پڑھ یا سُن لے اُسے لوگوں کی غیبتیں کرنے اور سُننے سے بچا۔

اٰمین بجاہِ النبیِّ الامین

صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم

صلُّوا علَی الحبیب!

صلَّی اللہ علٰی محمَّد

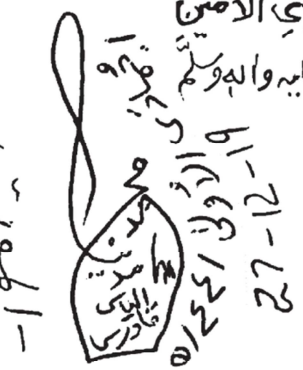

محمد الیاس عطار قادری

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** "আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

তামার নখ

শয়তান অনেক বাঁধা দিবে তবুও এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه আপনার জানা হয়ে যাবে যে, শয়তান কেন তা পড়তে দিচ্ছিলো না!

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে বর্ণিত: যখন কোন বৈঠকে (অর্থাৎ মানুষের সাথে) বসবে তখন বলবে: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد তবে **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর এমন একজন ফিরিশতা নিয়োগ করবেন, যে তোমাদেরকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে আর যখন বৈঠক থেকে উঠবে তখন বলবে: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد তবে ফিরিশতা তোমাদের গীবত করা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। (আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকাংশই গীবতের আবর্তে জড়িয়ে আছে

হে আশিকানে রাসূল! মা ও বাবা, ভাই ও বোন, স্বামী ও স্ত্রী, বউ ও শাশুড়ী, জামাই ও শশুড়, ননদ ও ভাবী বরং পুরো বংশ

www.dawateislami.net

এমনকি ওস্তাদ ও শাগরেদ, মালিক ও কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা, অফিসার ও শ্রমিক, শাসক ও প্রজা, দুনিয়ারদার ও দ্বীনদার, বৃদ্ধ হোক বা যুবক মোটকথা সকল দ্বীনি ও দুনিয়াবী সকল পর্যায়ের মুসলমানদের অধিকাংশই বর্তমানে গীবতের ভয়ঙ্কর আপদে জড়িয়ে আছে, আফসোস! শত কোটি আফসোস! অহেতুক বকবক করার অভ্যাসের কারণে বর্তমানে আমাদের কোন বৈঠকই সাধারণত গীবত ছাড়া হয়না।

এক নযরে গীবতের ধ্বংসলীলা

পরহেযগার মনে হয় এমন অনেক লোকও বিনা দ্বিধায় গীবত শুনে, শুনায়, মুচকি হাসে এবং স্বীকারোক্তিতে মাথা নাড়তে দেখা যায়, যেহেতু গীবত খুবই প্রসার লাভ করেছে তাই সাধারণত কারো এই দিকে মনযোগই যায় না যে, গীবতকারী নেক পরহেযগার নয় বরং ফাসিক ও গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হয়ে থাকে। কোরআন ও হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن বাণী থেকে নির্বাচিত গীবতের ২০টি ধ্বংসলীলার প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, সম্ভবত ভীতদের শরীরে শিহরণ বয়ে যাবে! কলিজায় হাত দিয়ে অবলোকন করুন: ❋ গীবত ঈমানকে কেটে দেয় .... ❋ গীবত মন্দ মৃত্যুর কারণ ❋ অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না ❋ গীবত করাতে নামায রোযার নূরানীয়্যত চলে যায় ❋ গীবতের কারণে নেকী সমূহ নষ্ট হয়ে যায় ❋ গীবত নেকীকে জ্বালিয়ে দেয় ❋ গীবতকারী যদি তাওবাও করে নেয় তবুও সবার

পরেই জান্নাতে প্রবেশ করবে মোটকথা গীবত কবীরা গুনাহ, অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ ❋ গীবত যেনার চেয়েও বড় ❋ মুসলমানের গীবতকারী সূদের চেয়েও বড় গুনাহে গ্রেফতার হয় ❋ গীবতকে যদি সাগরে নিক্ষেপ করা হয় তবে পুরো সাগর দূর্গন্ধময় হয়ে যাবে ❋ গীবতকারীকে জাহান্নামে মৃতের মাংস খাওয়ানো হবে ❋ গীবত মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় ❋ গীবতকারী কবরের আযাবে গ্রেফতার হবে! ❋ গীবতকারী তামার নখ দ্বারা নিজের চেহারা এবং বুকে বারবার আঁচড়াচ্ছিলো ❋ গীবতকারীকে তার পার্শ্বদেশ থেকে মাংস কেটে খাওয়ানো হচ্ছিলো ❋ গীবতকারী কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে ❋ গীবতকারী জাহান্নামের বানর হবে ❋ গীবতকারী দোযখে স্বয়ং নিজের মাংস খাবে ❋ গীবতকারী জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি এবং আগুনের মধ্যখানে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে এবং জাহান্নামীরাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে ❋ গীবতকারী সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী ঘটনা

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **খাযায়িনুল ইরফানে** লিখেন: **প্রিয় নবী,**

www.dawateislami.net

রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জিহাদের জন্য রওনা হতেন বা সফর করতেন, তখন একজন গরীব মুসলমানকে দু'জন ধনী ব্যক্তির সাথে দিতেন। যাতে ঐ গরীব তাদের সেবা করে আর তারাও তার পানাহারের ব্যবস্থা করে। এভাবে প্রত্যেক কাজ চলতো, একই নিয়মে হযরত সালমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দু'জন লোকের সাথী করা হলো। একদিন তিনি ঘুমিয়ে পরার কারণে খাবার তৈরী করতে পারেননি, সুতরাং তারা উভয়ে তাঁকে খাবার খুঁজতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রেরণ করলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রান্না-কার্যের সেবক ছিলেন হযরত উসামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, তখন তাঁর নিকট কিছুই ছিলো না, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উত্তরে বললেন: "আমার নিকট কিছুই নেই।" হযরত সালমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এসে এ কথাই বললো। তখন সেই দু'জন সাথী বললো: "উসামা (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কার্পণ্য করছেন।" যখন তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের মুখে মাংসের রঙ দেখতে পাচ্ছি।" তারা আরয করলো: "আমরা তো কোন মাংস আহার করিনি।" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমরা গীবত করেছো আর যে কেউ মুসলমানের গীবত করলো, সে মুসলমানের মাংস খেলো।"

(খাযায়িনুল ইরফান, ৯২৪ পৃষ্ঠা। তাফসীরে বাগভী, ৪/১৯৪)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ কথা পছন্দ করবে যে, আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুত; এটা তোমাদের নিকট পছন্দীয় হবে না।

গীবত হারাম হওয়ার হিকমত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: কারো মন্দ দিক বর্ণনা করাতে যদিও কেউ সত্যবাদীও হয়, তবুও তার গীবত করাকে হারাম ঘোষনা করার হিকমত হলো মুমিনের সম্মানের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এতে এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রম এবং তার হক সমূহের প্রতি অনেক বেশি জোড় দেয়া, তাছাড়া **আল্লাহ পাক** তার সম্মানকে মাংস ও রক্তের সাথে তুলনা দিয়ে আরো দৃঢ় ও পোক্ত করে দিলেন এবং এর সাথে অতিশোক্তি করে এতে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, যেমনটি ২৬তম পারা সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন: اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ কথা পছন্দ করবে যে, আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুত; এটা তোমাদের নিকট পছন্দীয় হবে না।) সম্মানকে মাংসের সাথে তুলনা দেয়ার কারণে হলো, মানুষকে অসম্মান করাতে

www.dawateislami.net

সে এমনই কষ্ট অনুভব করে থাকে, যেমন তার মাংস কেটে খাওয়াতে তার শরীর কষ্ট অনুভব করে বরং এর চেয়েও বেশি। কেননা বুদ্ধিমানের নিকট মুসলমানের সম্মানের মূল্য রক্ত ও মাংসের চেয়েও বেশি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমনিভাবে মানুষের মাংস খাওয়াকে ভাল মনে করে না তেমনিভাবে তার সম্মান নষ্ট করাও ভাল মনে করে না, কেননা এটি একটি কষ্টদায়ক কাজ এবং নিজের ভাইয়ের মাংস খাওয়ার প্রতি জোড় দেয়ার কারণ হলো যে, কারো জন্য আপন ভাইয়ের মাংস খাওয়া তো অনেক দূরের বিষয়, সামান্যতম চিবানোও সম্ভব নয় কিন্তু শত্রুর ব্যাপারটি এর বিপরীত।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ২/১০)

গীবত সম্পর্কে একটি আপত্তির উত্তর

ইমাম আহমদ বিন হাজর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গীবত সম্পর্কে বুঝানোর জন্য নিজেই আপত্তি বর্ণনা করে এবং নিজেই এর উত্তর দেন, সুতরাং তা অবলোকন করুন:

আপত্তি: কারো মুখের উপর তার দোষ বর্ণনা করা হারাম, কেননা তার সাথেসাথেই কষ্ট অনুভুত হয়, আর অনুপস্থিতিতে গীবত করাতে সে কষ্ট পায় না, কেননা সে তা অবহিত হয় না।

উত্তর: এর একটি উত্তর হলো: (২৬তম পারা সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতের শব্দ) مَيْتًا (অর্থাৎ মৃত) দ্বারা এই আপত্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবে শেষ হয়ে যায়, তা এভাবে যে, আপন মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়াতে স্বয়ং আহার করা ব্যক্তির (প্রকাশ্যভাবে) কোন কষ্ট হয়

www.dawateislami.net

না, অথচ এটি খুবই নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজ। তবে সেই মৃত যখন জানবে যে, আমার মাংস খাওয়া হচ্ছে তবে তার অবশ্যই কষ্ট হবে। অনুরূপভাবে কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করাও হারাম, কেননা যার গীবত করা হয়েছে যদি সে জানবে তখন তারও কষ্ট হবে। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ২/১০)

গীবত ও অপবাদের মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো, গীবত কি? আরয করা হলো: **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন। ইরশাদ করলেন: (গীবত হলো) তোমরা তোমাদের ভাইয়ের কথা এভাবে উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে। আরয করা হলো: যদি সে বিষয় তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তবে? ইরশাদ করেন: যে বিষয় তুমি বলছো যদি তা তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে আর যদি না থাকে তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ দিয়েছো।

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৫৮৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: গীবত সত্য দোষ বর্ণনা করাকে বলা হয় আর অপবাদ মিথ্যা দোষ বর্ণনা করাকে, গীবত হচ্ছে সত্য তবে হারাম। প্রায় গালি সত্যি হয়ে থাকে কিন্তু তা অশ্লীল ও হারাম, (জানা গেলো যে) প্রত্যেক সত্য হালাল হয় না। সারমর্ম হলো যে, গীবত একটি গুনাহ, অপবাদ দু'টি গুনাহ। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৫৬)

www.dawateislami.net

বাহারে শরীয়তে গীবতের সংজ্ঞা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গীবতের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেন: কোন ব্যক্তির গোপন দোষকে অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬/১৭৫)**

ইবনে জাওযীর মতে গীবতের সংজ্ঞা

হে আশিকানে রাসূল! আফসোস যে, বর্তমানে অধিকাংশই গীবতের সংজ্ঞা জানে না, অথচ এসম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান জানা ফরয জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"আঁসোয়ু কা দরীয়া"** কিতাবের ২৫৬ পৃষ্ঠায় হযরত আল্লামা আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে মুবারাকার আলোকে গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, তা হলো: নিজের ভাইকে এমন বিষয় দ্বারা স্মরণ করা যে, যদি সে শুনে বা এই কথাটি সে অবগত হয় তবে সে অপছন্দ করবে যদিওবা তুমি সত্য বলছো, আর তা তার সত্ত্বার কোন দোষ বর্ণনা করা বা তার জ্ঞানে অথবা তার পোশাকে কিংবা তার কোন কাজে বা কথায় কোন ত্রুটি বর্ণনা করা অথবা তার দ্বীন বা তার ঘরের কোন দোষ বর্ণনা করা কিংবা তার বাহন বা তার সন্তান, তার গোলাম বা তার বাঁদীর মধ্যে কোন দোষ বর্ণনা অথবা তার সাথে সম্পৃক্ত এমন যেকোন বস্তুর (অমঙ্গলের

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্যে) উল্লেখ করা এমনকি তোমার এরূপ বলা যে, তার আস্তিন বা আঁচল লম্বা, সবই গীবতের অন্তর্ভূক্ত। (বাহরুদ দুমু, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

গীবত কি?

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মানুষের এমন কোন দোষ উল্লেখ করা, যা তার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, তবে একে গীবত বলে। তার এই দোষ হোক তার দ্বীন, দুনিয়া, চারিত্রিক, সম্পদ, সন্তান, স্ত্রী, খাদিম, গোলাম, পাগড়ী, পোশাক, চাল চলন, মুচকি হাসি ইত্যাদি যেকোন এমন বিষয়ে হোক যা তার সাথে সম্পৃক্ত। শারীরিক ভাবে গীবতের উদাহরণ: অন্ধ, ল্যাংড়া, টাকলা, খাটো, লম্বা, কালো ইত্যাদি বলা। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে উদ্ধৃত করেন: বলা হয় যে, "গীবতে খেজুরের মিষ্টতা এবং মদের মতো কড়া ও নেশা রয়েছে।" **আল্লাহ পাক** এই আপদ থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন এবং আমাদের পক্ষ থেকে গীবত করা ব্যক্তিদের হক সমূহ (শুধুমাত্র তোমার দয়া ও অনুগ্রহে) তুমিই আদায় করো, কেননা **আল্লাহ পাক** ছাড়া তা কেউ গননা করতে পারে না। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৯)

গুনাহে গাদা কা হিসাব কিয়া ওহ আগর ছে লাখো সে হে সাওয়া
মগর এ্যয় আফুও তেরে আফুও কা না হিসাব হে না শুমার হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(আপন কালামের এই চরণের প্রথম লাইনে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং **"রযা"** এর জায়গায় সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ আপন গুনাহের কল্পনায় **"গাদা"** লিখেছেন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি এলাকার নামকরা বদমাশ ছিলাম

হে আশিকানে রাসূল! গীবতের অভ্যাস থেকে সত্যিকার তাওবা করুন, মুখের হিফাযতের মানসিকতা তৈরী করুন, তাওবার উপর অটলতা পেতে **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের কাফেলার মুসাফির হোন, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হচ্ছে। মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি কাফেলা জুমাদিউল আখির ১৪২৯ হিজরী, জুন ২০০৮ ইংরেজী তে আওকাডা (পাঞ্জাব) পৌঁছলো। সেখানে একজন দাড়ি ওয়ালা বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের সাথে তাদের সাক্ষাত হলো। তার মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ শোভা পাচ্ছিলো। কথাবার্তা চলাকালে তিনি প্রকাশ করলেন যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে আমি নিজের এলাকার নামকরা বদমাশ ছিলাম, আমি মদের তো

www.dawateislami.net

এমন প্রেমিক ছিলাম যে, যখন কোথাও যেতাম তখন মদের ক্যান আমার গাড়িতে ভরা থাকতো। আমি আমার সাথে গানম্যান রাখতাম এবং নিজেও সশস্ত্র থাকতাম। আমার ঘৃণিত কার্যকলাপের কারণে মানুষ আমাকে এতই ঘৃণা করতো যে, আমার পাশ দিয়ে যাওয়াও পছন্দ করতো না।

তিনি "মাদানী পথ" কিভাবে গ্রহণ করলেন, এর বিস্তারিত কিছুটা এরূপ, তার এলাকায় নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগরা তাকেও নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য আসতো, কিন্তু সে উদাসিনতার গভীর উপত্যকায় মগ্ন ছিলো, তাই তাদের দাওয়াত মনযোগ দিয়ে শুনার পরিবর্তে তাদের হাত ধরে বলতো: "আমার সাথে বসে মদ পান করো।" তাদেরকে কখনো ধমকাতো কিন্তু তারা সুযোগ বুঝে আবারো ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর জন্য এসে যেতো। এভাবে অনেকদিন তারা ব্যক্তিগতভাবে বুঝাতে রইলো এবং সে না শুনার ভান করে থাকতো। একদিন তার মনে খেয়াল এলো যে, এই বেচারা এতদিন ধরে আমাকে বুঝাচ্ছে, আজ তার কথা শুনে নিই, দেখি তো! সে কি বলে! এবার একজন ইসলামী ভাই "নেকীর দাওয়াত" দিতে এলো তখন সে খুবই মনযোগ সহকারে তার দাওয়াত শুনলো, **আল্লাহ পাকে**র শান যে, তার দাওয়াত তার অন্তরে প্রভাব ফেললো এবং তার সাথে মসজিদের দিকে চলে গেলো, সম্ভবত বালক হওয়ার পর জীবনের প্রথমবার সে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। আশিকানে

www.dawateislami.net

রাসূলের সহচর্য এবং মসজিদের হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান তার মনের অবস্থাকে পবির্তন করে দিলো সে ইসলামী ভাইদের নিকট আসা যাওয়া শুরু করলো অতঃপর হুযুর গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সিলসিলায় মুরীদ হয়ে গেলো। মুরীদ হতেই তার অবস্থা পরিবর্তন হতে লাগলো। সে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, মদ পান করা ছেড়ে দিলো, নামাযী হয়ে গেলো এবং চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী দাড়ি মুবারক সাজিয়ে নিলো আর মাথায় পাগড়ী শরীফ দ্বারা সজ্জিত হয়ে গেলো। লোকেরা তার এই পরিবর্তনে আশ্চার্য হয়ে গেলো, অনেকেও তো বিশ্বাসই হচ্ছিলো না যে, এরূপ বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তিও কি বদলে যেতে পারে! একদিন আশ্চার্য একটি ঘটনা ঘটলো যে, দু'জন সাংবাদিক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, একজন তার দিকে ইশারা করে অপরজনকে বললো, এটাই সেই ব্যক্তি, তার পরিবর্তিত অবস্থা দেখে দ্বিতীয়জন বিশ্বাসই করতে পারলো না এবং সে তার থেকে প্রমাণ চাইলো যে, আপনি কি আসলেই "সেই ব্যক্তি"? তার হ্যাঁ বলাতে সে স্তম্বিত হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো যে, আপনার পরিবর্তনের রহস্য বলুন, আমরা পত্রিকায় আপনার সংবাদ ছাপাবো। কিন্তু সে নিষেধ করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকত, তার মত মানুষও সালাত ও সুন্নাতের পথে চলতে লাগলো এবং সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে গেলো।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো তোমায় এই ধরাতে
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পরে যাক **(ওয়াসায়িলে বখশীশ)**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর বরকতে জান্নাতের পথ পেয়ে গেলো

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা যে, একনিষ্ঠতা ও অটলতার সহিত ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর কিরূপ বরকত নসীব হয় এবং আখিরাত ধ্বংসের পথে চলা ইসলামী ভাইকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার পথে চলার তৌফিক অর্জিত হয়ে গেলো। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ যে, লজ্জা এবং ভয় না করে প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে নেকীর দাওয়াত দিন, কে জানে আপনার কয়েকটি বাক্যে কারো দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হওয়ার কারণ এবং আপনার সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যম হয়ে যায়। নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব সম্পর্কে কি আর বলবো!

প্রত্যেক বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

একবার হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলো: ইয়া **আল্লাহ পাক!** যে তার ভাইকে নেকীর আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, তার প্রতিদান কি? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি তার প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করি এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা)

মুঝে তুম এ্যয়সি দো হিম্মত আক্বা
দোঁ সব কো নেকী কি দাওয়াত আক্বা

www.dawateislami.net

বানা দো মুঝ কো ভি নেক খাসলত
নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকাংশ ঘরই যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়েছে

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের শপথ! গীবত খুবই ধ্বংসময়, এই গীবতের কারণেই বর্তমানে অধিকাংশ ঘর যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়ে গেছে, বংশ ও সম্প্রদায়ে, মহল্লা ও বাজারে, বিশেষ ও সাধারণের অধিকাংশ গোত্রে বরং সুন্নাতের খেদমতের প্রেরণা সমৃদ্ধ অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যেও এই গীবতের কারণে ঘৃণার দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। আহ! মৃত্যুর পর স্পর্শকাতর শরীর গীবতের ভয়ঙ্কর আযাব কিভাবে সহ্য করবে!

বুকের সাথে ঝুলন্ত লোক

আল্লাহ পাকের দানক্রমে **অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজের রাতে এরূপ মহিলা ও পুরুষদের নিকট দিয়ে গমন করলাম যারা আপন বুকের সাথে ঝুলে আছে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **হে জিব্রাঈল!** এরা কারা? আরয করলেন: এরা মুখের উপর দোষ প্রদানকারী এবং পেছনে নিন্দাকারী আর তাদের সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾

(পারা ৩০, সূরা হুমাযাহ, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সম্মুখে বদনামী করে এবং পশ্চাতে নিন্দা করে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩০৯, হাদীস-৬৭৫০)

তামার নখ

আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি মেরাজ রজনীতে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যারা নিজেদের চেহারা এবং বুক তামার নখ দ্বারা আঁছড়াচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **হে জিব্রাঈল!** এরা কারা? বললো: তারা মানুষের মাংস খেতো (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং তাদের সম্মান নষ্ট করতো। (সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩৫৩, হাদীস- ৪৮৭৮)

মহিলারাই বেশি গীবত করে

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাদের উপর চুলকানির আযাব আরোপ করে দেয়া হয়েছিলো এবং নখ তামার তীক্ষ্ণ ও ধারালো ছিলো, তাদের বুক, চেহারা চুলকাতো এবং ক্ষত হতো। **আল্লাহ পাকের** পানাহ! এই আযাব খুবই কঠিন আযাব, এই ঘটনার পর কিয়ামত হবে যা **হুযুরে আনওয়ার** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) নিজের চোখে দেখেছেন, আরো ইরশাদ করেন: অর্থাৎ এরা মুসলমানদের গীবত করতো এবং তাদের সম্মান ক্ষুন্ন করতো, এই কাজটি মহিলারা বেশি করে থাকে, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহন করা উচিৎ। (মিরাত, ৬/৬১৯)

পাজরের মাংস কেটে খাওয়ার আযাব

হে আশিকানে রাসূল! কখনো একাকী বসে ভাবুন তো, আমাদের দূর্বলতার অবস্থা তো এমন যে, সামান্য চুলকানীও সহ্য হয়না, সামান্য নখ উঠে যাওয়াও সহ্য হয়না তো যদি গীবত করে তাওবা করা ছাড়াই মারা যাই এবং তামার নখ দ্বারা চেহারা এবং বুক ছিলার ও আঁছড়ানোর শাস্তি দেয়া হয় তবে এর চেয়ে কঠিনতর কষ্ট কিভাবে সহ্য হবে! গীবতের আরো একটি হৃদয় কাঁপানো আযাবে বর্ণনা শুনুন এবং থড়থড় করে কাঁপুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই রাতে আমাকে আসমান ভ্রমন করানো হয় তখন আমি এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যারা পাঁজর থেকে মাংস কেটে স্বয়ং তাই খাচ্ছিলো। তাদের বলা হতো: খাও! তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মাংস খেতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **হে জিব্রাঈল!** এরা কারা? আরয করা হলো: আক্বা! এরা গীবত করতো। (দালাইলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ২/৩৯৩। তাম্বীহুল গাফেলিন, ৮৬ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ানো হবে

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করনে: যে দুনিয়ায় তার (যে) ভাইয়েরা মাংস খাবে (অর্থাৎ গীবত করবে) তাকে (অর্থাৎ যার গীবত করা হয়েছিলো) কিয়ামতের দিন তার নিকট আনা হবে এবং তাকে বলা হবে: "একে মৃত অবস্থায়ও খাও যেভাবে একে জীবিত অবস্থায় খেতে।" অতএব সে একে খাবে এবং

www.dawateislami.net

মুখ বিকৃত করবে আর (খুবই কষ্টের কারণে) শোরগোল শুরু করবে। **(আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, ১/৪৫০, হাদীস-১৬৫৬)**

মুখ জ্বলে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে

হে আশিকানে রাসূল! গীবত এবং গুনাহে ভরা কথাবার্তা পরিহার করুন এবং **আল্লাহ পাকের** স্মরণ ও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতের সাথে সম্পর্ক গড়ে নিন, অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠে মুখকে ব্যবহার করুন আর অধিকহারে কোরআনের তিলাওয়াত করুন এবং সাওয়াবের অসংখ্য ভান্ডার অর্জন করুন। **"রুহুল বয়ানে"** এই হাদীস কুদসী রয়েছে: এ একবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে আলহামদু শরীফের সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ শেষ পর্যন্ত) পাঠ করলো তবে তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, তার সকল নেকী কবুল করে নিলাম এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম আর মুখকে কখনোই জ্বালাবো না ও তাকে কবরের আযাব, দোযখের আযাব, কিয়ামতের আযাব এবং বড় ভয় থেকে মুক্তি প্রদান করবো। **(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১/৯)** মিলানোর আরো স্পষ্ট পদ্ধতি অবলোক করুন: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .... সূরা সম্পন্ন করুন।

রেহাঈ মুঝ কো মিলে কাশ! নফস ও শয়তাঁ সে
তেরে হাবীব কা দেয় তা হোঁ ওয়াসতা ইয়া রব
গুনাহ বে আদদ অউর জুরম ভি লা তা'দাদ
মুয়াফ করদেয় না সেহ পাওঙ্গা সাজা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায রোযার নূরানীয়ত চলে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবতের ধ্বংসলীলার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, এর ভয়াবহতায় ইবাদতের নূরানীয়ত দূর হয়ে যায়, যেমনটি একবার দু'জন রোযাদার যখন যোহরের বা আসরের নামায থেকে অবসর হলো তখন (অদৃশ্যের জ্ঞানে জ্ঞানী) **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উভয়ে অযু করো এবং নামায আবারো পড়ো আর রোযা পূর্ণ করো এবং পরদিন এই রোযার কাযা করো। তারা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই নির্দেশ কেন হলো? ইরশাদ করলেন: তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছো। **(শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩০৩, হাদীস-৬৭৬৯)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী

হে আশিকানে রাসূল! গীবত ইবাদতের জন্য খুবই ধ্বংসময়, এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী অবলোকন করুন: (১) রোযা হলো ঢাল স্বরূপ, যতক্ষণ তা ছেঁড়া না হয়। আরয করা হলো: কোন জিনিস দ্বারা ছিঁড়বে? ইরশাদ করেন: মিথ্যা বা গীবত দ্বারা। **(আল মু'জামুল আওসাত, ৩/২৬৪, হাদীস-৪৫৩৬)**

www.dawateislami.net

(২) রোযা এর নাম নয় যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা, রোযা তো এটাই যে, অশ্লীল ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। (আর মুস্তাদরিক লিল হাকিম, ২/৬৭, হাদীস-১৬১১)

গীবতের কারণে কি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়?

গীবতের কারণে রোযা ইত্যাদির নূরানীয়ত চলে যায়। যেমনটি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **বাহারে শরীয়ত** প্রথম খন্ড ৯৮৪ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: স্বপ্নদোষ বা গীবত করাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। (দুররে মুখতার, ৩/৪২১,৪২৮) যদিও গীবত অনেক বড় কবীরা গুনাহ। কোরআনে মজীদে গীবত করা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে: "যেনো আপন মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া।" আর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: "গীবত যেনা থেকেও নিকৃষ্ট।" (আল মু'জামুল আওসাত, ৫/৬৩, হাদীস-২৫৯০) যদিওবা গীবতের কারণে রোযার নূরানীয়ত শেষ হয়ে যায়। **৯৯৬ নং পৃষ্ঠায়** বলেন: মিথ্যা, চুগলী, গীবত, গালি দেয়া, অহেতুক (অর্থাৎ অশ্লীল) কথা, কাউকে কষ্ট দেয়া, এসকল বিষয় এমনিতেও নাজায়িয ও হারাম, রোযা অবস্থায় আরো বেশি হারাম এবং এর কারণে রোযা অপছন্দনীয় হয়ে যায়।

উত্তপ্ত পানি এবং আগুনের মধ্যখানে দৌঁড়ানো ব্যক্তি

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: চার ধরণের জাহান্নামী **হামিম** ও **জাহিম** (অর্থাৎ উত্তপ্ত পানি ও আগুন) এর

www.dawateislami.net

মধ্যখানে দৌড়তে দৌড়তে নিজের ধ্বংস কামনা করবে। এর মধ্যে এক ব্যক্তি সেই হবে, যে নিজের মাংস খেতো। জাহান্নামীরা বলবে: এই দূর্ভাগার কি হয়েছে, আমাদের কষ্ট বৃদ্ধি করে দিচ্ছে? বলা হবে: এই "দূর্ভাগা" মানুষের মাংস খেতো (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং চুগলী করতো। (যাম্মুল গীবাতি লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৮৯ পৃষ্ঠা, নম্বর-৪৯)

গুনাহের ভয় হোক এমনই!

হে আশিকানে আউলিয়া! আহ! জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আযাব!! গীবত ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা খুবই প্রয়োজন, অন্যথায় কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। আমাদের নিজের গুনাহের প্রতি অনুশোচনা এবং এর কারণে ভীত হওয়া উচিৎ। আহ! তা আমাদের নসীব হয়ে যাক। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা পড়ুন এবং কেঁপে উঠুন: একবার আবেদীনদের অর্থাৎ নেককার বান্দাদের একটি কাফেলা সফরে রওনা হলো, যাতে হযরত সায়্যিদুনা আতাআ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ও ছিলেন, অধিকহারে ইবাদত করার কারণে সেই আবিদদের চোখ ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়েছিলো, পা ফুলে গিয়েছিলো এবং এতই দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন, যেনো তরমুজের খোসা! এমন মনে হতো, যেনো এখনই কবর থেকে বের হয়ে এসেছেন! পথে একজন আবিদ বেহুঁশ হয়ে গেলেন এবং শীতকাল হওয়ার পরও তার মাথা থেকে ভয়ের কারণে ঘাম বের হতে থাকে! হুঁশ ফিরে আসার পর মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন: যখন আমি এই স্থান দিয়ে অতিক্রম করলাম তখন আমার স্মরণ এলো যে, অমুকদিন আমি এই

www.dawateislami.net

স্থানে গুনাহ করেছিলাম, এই খেয়ালে আমার অন্তরে আখিরাতের হিসাবের ভয় সঞ্চার হয়ে গেলো এবং আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৯)

কিসি কি খামিয়াঁ দেখে না মেরী আঁখে অউর
সুনেঁ না কান ভি এ্যয়বুঁ কা তাযকিরা ইয়া রব
তুলেঁ না হাশর মে আত্তার কে আমর মওলা
বিলা হিসাব হি তু এই কো বখশা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তুমি তোমার ভাইয়ের মাংস খেয়েছো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক লোক উঠে চলে গেলো। তার চলে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি তার গীবত করলো তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নির্দেশ দিলেন: "খিলাল করো!" সে আরয করলো: কি কারণে খিলাল করবো, আমি তো মাংস খাইনি! তখন ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় তুমি আপন ভাইয়ের মাংস খেয়েছো (অর্থাৎ গীবত করেছো)।

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ১০/১০২, হাদীস-১০০৯২)

www.dawateislami.net

বৈঠক থেকে উঠে যাওয়া ব্যক্তির গীবতের কিছু উদাহরণ

এই হাদীসে পাক থেকে সেই লোকেরা শিক্ষা অর্জন করুন, যারা নিজেদের বৈঠক থেকে উঠে যাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ কথা বলে গীবত করে থাকে, যেমন; ✲ যাক! সে গেলো, জান ছুটলো ✲ সে তো বোর করে দিয়েছিলো ✲ অযথা বিতর্ক করছিলো ✲ কারো কথা শুনছিলো না ✲ খুবই সতর্ক ✲ কথায় কথায় হা হা করে হাসছিলো ✲ সোজা ভাবে কোথায় কথা বলছিলো ✲ খুবই গোঁয়ার ✲ হ্যাঁ ভাই এরূপ লোকদের থেকে **আল্লাহ** বাঁচাক ✲ পেটে কথা থাকে না ✲ B.B.C ✲ তুমি যে কথাটি তার সামনে বলেছো, তা এখন সে খুবই ডঙ্কা বাজাবে ✲ হ্যাঁ ভাই! ভবিষ্যতে সে আসলে কথা ঘুরিয়ে দিও, কেননা তার পেটে কথা থাকে না ইত্যাদি।

তু গীবত কি আদত ছুড়া ইয়া ইলাহী
হু বেজার তুহমাতোঁ চুগলিউঁ সে
বুড়ি বেঠকোঁ সে বাঁচা ইয়া ইলাহী
মুঝে নেক বান্দা বানা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুখ থেকে মাংস বের হলো

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে কেউ গীবত সম্পর্কে (জানার জন্য) প্রশ্ন করলে উম্মুল মুমিনিন رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বললেন: একবার জুমার দিন আমি ফজরের সময় উঠলাম,

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেছেন। তখন আনসারীর মহিলাদের মধ্যে একজন প্রতিবেশী আমার নিকট এলো এবং কিছু পুরুষ ও মহিলার গীবত করতে লাগলো, আমিও গীবতে অংশগ্রহন করলাম এবং আমরা উভয়ে হাসতে লাগলাম। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের নামায আদায় করে তাশরীফ আসলেন, তখন তাঁর আওয়াজ শুনে আমরা চুপ হয়ে গেলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের চাদর মুবারকের কোণা ধরে নিজের নাকের উপর রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন: উফ! যাও তোমরা উভয়ে বমি করে পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করো। আমি বমি করলাম তখন মুখ থেকে অনেকগুলো মাংস বের হলো! অনুরূপভাবে অপর মহিলাও মাংস বমি করলো। আমি (অর্থাৎ সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট মাংস বের হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইরশাদ করেন: এই মাংস ঐ ব্যক্তির, তোমরা যার গীবত করেছো।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৭/৫৭২)

মহিলাদের করা গীবতের কিছু উদাহরণ

এই হাদীসে পাকটি ইসলামী বোনেরা বারবার শুনুন এবং শিক্ষা গ্রহন করুন, আফসোস! শত কোটি আফসোস! যখন তারা একত্রে বসে তখন সাধারণত অনুপস্থিত ইসলামী বোনদের অবস্থা আর ভালো থাকে না, তাদের পরস্পরের গীবত করার উদাহরণ কিছুটা এরূপ: ✲ সে তালাকপ্রাপ্তা ✲ তার মুখ অনেক কড়া

www.dawateislami.net

✲ স্বামীকে কখনো সুখের নিশ্বাস নিতে দেয় না ✲ স্বামীর সামনে অনেক মুখ চালায় ✲ হ্যাঁ ভাই! আর স্বামীও দেয় কয়েকটা ✲ জি! জি! তারপরও তার লজ্জা কোথায়! ✲ মনে হয় তালাক নিয়েই ক্ষান্ত হবে ✲ সে তার বউয়ের নাকে দম করে রেখেছে ✲ বউকে দিয়ে চাকরানীর মতো কাজ করায় ✲ আরে ভাই! বউকে নিজের হাতে মারে ✲ বউকে খাবার কই দেয়! ✲ বউ বেচারী অসুস্থ তবুও আরাম করতে দেয় না ✲ প্রতিবেশিদের সাথে ঝগড়া করতে থাকে ✲ স্বামী ভাল উপার্জন করে কেন মেজাজ আসমানে পৌঁছে গেছে ✲ সন্তানদের সাথে চিল্লাচিল্লি করতে থাকে ✲ এমন কৃপন যে, চামড়া খসে যাবে তবুও নত হবেনা ✲ শুধু শুধু দারিদ্রতা দেখায়, অনেক অলঙ্কার বানিয়ে রেখেছে ✲ মেয়ে অনেক ভাল কিন্তু তার মায়ের কারণে বেচারীর বিয়ে ভেঙ্গে গেছে ✲ বয়স অনেক হয়ে গেছে কিন্তু তাকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ✲ মেয়ে যুবতী হয়ে গেছে কিন্তু ঘরে আটকে রাখে না ✲ দুই জন মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কিন্তু প্রতিবেশিদের কাউকেও মুখের ছলে দাওয়াতও দিলো না ✲ সে তো শাশুড় বাড়িতে ঝগড়া করে বাপের বাড়িতে বসে আছে।

জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস দা'ওয়াতে ইসলামীর নামে

ইসলামী বোনেরা! গীবত থেকে সত্যিকারভাবে তাওবা করে নিন এবং মুখের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন, এতে অটলতার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজও

www.dawateislami.net

করতে থাকুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও অংশগ্রহন করতে থাকুন, উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার পর্যবেক্ষণ করুন। পাঞ্জাবের একটি শহরের এক ইসলামী বোনের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে জীবনের অধিকাংশ সময় গুনাহে অতিবাহিত হতো, সিনেমা নাটক দেখা, পিতামাতার অবাধ্যতা, নামায না পড়া, পর্দা না করা মোটকথা তার মাঝে অনেক খারাপ চরিত্র বিদ্যমান ছিলো, অতঃপর একদিন তার পিতামাতা তাকে বুঝিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিজামীর জন্য ভর্তি করিয়ে দিলো, কিন্তু লেখা পড়াতে তার মন বসতো না। জামেয়াতুল মদীনা কামাই (ছুটি) করতো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ও যেতো না। একদিন এক ইসলামী বোন তাকে (মাকতাবাতুল মদীনার) একটি ভিসিডি দিলো, যার নাম ছিলো **"দিল কো কেয়সা হোনা চাহিয়ে?"** সে তা শুনলো এবং তার মনের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো, এখন সে মাদানী বুরকা পড়ে নিলো এবং দরসে নিজামীর পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায়ও পড়তে শুরু করলো, মাদানী কাজেও অংশগ্রহন করতে লাগলো, এমনকি ডিভিশন পর্যায়ে মাদানী কাজ করারও সৌভাগ্য অর্জিত হলো, অটলতার সহিত দরসে নিজামী অব্যাহত রয়েছে, তার জীবনে এই মাদানী পরিবর্তন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে এসেছিলো, তার নিয়্যত হলো যে, জীবনের যতটুকু নিশ্বাস অবশিষ্ট রয়েছে তা সবই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নামে, اِنْ شَآءَ الله। **আল্লাহ পাক** তাকে অটলতা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তুমি এখনই মাংস খেয়েছো

একবার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** মহিমান্বিত আস্তানায় উপবিষ্ট ছিলেন আর আসহাবে সুফফারা মসজিদে ছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাদের **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসে মুবারাকা শুনাচ্ছিলেন, এমন সময় **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মাংস উপস্থিত করা হলো। আসহাবে সুফফা হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলতে লাগলেন: যাও! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট গিয়ে আরয করো যে, আমরা অনেকদিন ধরে মাংস খাইনি, যাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের জন্য কিছু মাংস প্রদান করেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেখানে চলে গেলেন তখন তাঁর পরস্পর বলতে লাগলেন: হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও সেভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাত করে যেভাবে আমরা করি অতঃপর তিনি কিভাবে আমাদেরকে হাদীসে মুবারাকা শুনায়! যখন হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং আসহাবে সুফফার আবেদন উপস্থাপন করলো তখন **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যাও! তাঁদেরকে বলো যে, তোমরা এখনই মাংস খেয়েছো! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ফিরে এসে তাঁদেরকে বললেন তখন তারা শপথ করে বলতে লাগলো যে, আমরা তো অনেকদিন হলো মাংস খাইনি! অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

বরকতময় দরবারে গেলেন। **হুযুর পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমরা এখনই তোমাদের ভাইয়ের মাংস খেয়েছো এবং এর প্রভাব তোমাদের দাঁতে বিদ্যমান, থুথু নিক্ষেপ করে দেখে নাও মাংসের লালভাব।" তাঁরা এমনই করলো তখন সেখানে রক্তই রক্ত ছিলো, সবাই তাওবা করলো, নিজেদের কথা ফিরিয়ে নিলো এবং হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলো।

(তাম্বিহুল গাফেলিন, ৮৬ পৃষ্ঠা)

মৃত ভক্ষনকারী জাহান্নামী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে জাহান্নামে এমন লোক দেখেন, যারা মৃত ভক্ষন করছিলো! জিজ্ঞাসা করলেন: **হে জিব্রাঈল!** এরা কারা? আরয করলেন: এরা ঐ লোক, যারা মানুষের মাংস খেতো (অর্থাৎ গীবত করতো)। আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার রঙ লাল এবং চোখ খুবই নীল ছিলো, জিজ্ঞাসা করলেন: **হে জিব্রাঈল!** এরা কারা? আরয করা হলো: এরা (হযরত সালেহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর) উটনীর পা কাটা ব্যক্তি।

(মুসনাদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৫৫৩, হাদীস-২৩২৪)

মৃতের মাংস খাওয়া সহজ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ্যভাবে গীবত করা সহজ মনে হয়, কিন্তু মনে রাখবেন! জাহান্নামে মৃতের মাংস খাওয়া কোন সহজ কাজ নয়, বর্তমানে জীবিতবস্থায় ছাগলের তাজা কাঁচা মাংস

www.dawateislami.net

কেউ খেতে পারে না, বরং যদি রান্নায় কাঁচা রয়ে যায়, লবণ বা মসলা কম হয় অথবা ঠান্ডা হয়ে যায় তবে অনেক সময় খেতে ইচ্ছা করে না, এবার ভাবুন তো! কাঁচা মাংস এবং তাও জবাইকৃত নয় বরং মৃত, অতঃপর হালাল প্রাণী নয় বরং মৃত মানুষ! এরূপ মাংস কে খেতে পারে! তাছাড়া এই বর্ণনায় যে গাঢ় লাল এবং নীল রঙের মানুষের উল্লেখ রয়েছে: তা সামুদ গোত্রের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মর্যাদার অবাধ্য ব্যক্তি **"কাদরান বিন সালিফ"** ছিলো, যে হযরত সায়্যিদুনা সালেহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র উটনীর মুবারক পা কেটে ছিলো।

মুঝে গীবতোঁ সে বাঁচা ইয়া ইলাহী
পায়ে মুর্শিদী দেয় মুয়াফী খোদায়া

গুনাহোঁ কি আদত ছুড়া ইয়া ইলাহী
না দোযখ মে মুঝ কো জালা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নামী বানর ও শুকর

গীবতের ধ্বংসলীলা তো দেখুন যে, প্রসিদ্ধ অলী **আল্লাহ** হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার নিকট এই বিষয়টি পৌঁছলো যে, গীবতকারী জাহান্নামে বানরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে, মিথ্যুক দোযখে কুকুরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং হিংসুক জাহান্নামে শুকরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে। (তাম্বিহুল মুগতারিন, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চারটি উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মিনহাজুল আবেদীন"** এ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি লেবাননের পাহাড়ে কয়েকজন আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সহচর্যে ছিলাম, তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাকে এই উপদেশ দিলেন যে, যখন মানুষের মাঝে যাবে তখন তাদেরকে এই চারটি উপদেশ দিবে: (১) যে পেট ভরে আহার করবে তার ইবাদতের স্বাদ নসীব হবে না (২) যে অধিক পরিমাণে ঘুমাবে তার বয়সে বরকত হবে না (৩) যে শুধু মানুষের সন্তুষ্টি চাইবে, সে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে যাবে (৪) যে গীবত এবং অহেতুক কথাবার্তা বেশি বলবে, সে দ্বীনে ইসলামে মরবে না। (মিনহাজুল আবেদীন, ৯৮ পৃষ্ঠা)

গীবত ঈমানের জন্য ক্ষতিকর

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গীবত এবং চুগলী ঈমানকে এমনভাবে কেঁটে দেয়, যেমনভাবে রাখাল বৃক্ষকে কেঁটে দেয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৩৩২, হাদীস-২৮)

কুফরের উপর মৃত্যুবরণকারীর কবরের আযাবের অবস্থা

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো গীবতের কারণে مَعَاذَ الله ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। আহ! যার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে, **আল্লাহ**র শপথ! সে ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন কুফরের উপর

মৃত্যুবরণকারী দূর্ভাগা লোক কবরে পৌঁছাবে তখন মুনকার নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না, অতঃপর ভয়ঙ্কর আযাব শুরু হয়ে যাবে। যেমনটি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১ম খন্ডের (১২৫০ পৃষ্ঠা) ১১০-১১১ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: তখন একজন ঘোষনাকারী আসমান থেকে আহ্বান করবে যে, সে মিথ্যুক, তার জন্য আগুনের বিছানা বিছাও এবং আগুনের পোশাক পরিধান করাও আর জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। এর উষ্ণতা ও বাতাস তার নিকট পৌঁছাবে এবং তাকে আযাব দেয়ার জন্য দু'জন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকবে, যারা অন্ধ এবং বধির হবে, তাদের সাথে লোহার দন্ড থাকবে, যা পাহাড়ের উপর মারলে তবে তা মাটি হয়ে যাবে, সেই হাতিয়ার দ্বারা তাকে মারতে থাকবে। তাছাড়া সাপ ও বিচ্ছু তাকে আযাব দিতে থাকবে, আমল তার উপযুক্ত আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে কুকুর বা নেকড়ে অথবা অন্য আকৃতির হয়ে তাকে কষ্ট দিবে।

জাহান্নামে সর্বদা থাকার বিভীষিকাময় অবস্থা

কিয়ামতের ময়দানেও কাফেরের বিভিন্ন আযাব হবে এবং অবশেষে অধঃমুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে, যেখানে তাকে সর্বদা থাকতে হবে। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিভিন্ন অন্তর কাঁপানো আযাবের আলোচনা করার পর বলেন: অতঃপর অবশেষে কাফেরের জন্য এটা হবে যে, তাকে তার সমান আগুনের সিন্দুকে বন্ধ করে দেয়া হবে, অতঃপর তাতে আগুন পূর্ণ করা হবে এবং আগুনের তালা লাগিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর আগুনের আরেকটি সিন্দুকে রাখা হবে আর উভয়ের মাঝখানে আগুন জ্বালানো হবে এবং এতেও আগুনের তালা লাগানো হবে, অতঃপর অনুরূপভাবে একেও আরেকটি সিন্দুকে রাখা হবে এই আগুনের তালা লাগিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, তখন প্রত্যেক কাফের মনে করবে যে, সে ছাড়া আর কেউ আগুনে নেই এবং এই আযাব অতি কঠোর আযাব এবং এটি সর্বদা তার জন্য আযাব। যখন সব জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে এবং জাহান্নামে শুধুমাত্র তারাই রয়ে যাবে, যারা সর্বদার জন্য জাহান্নামে থাকবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যখানে মৃত্যুকে ভেড়ার ন্যায় এনে দাঁড় করানো হবে, অতঃপর আহ্বানকারী জান্নাতবাসীকে ডাকা হবে: তারা ভয়ে উঁকি মারবে যে, তাদেরকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হচ্ছে না তো, অতঃপর জাহান্নামীদের ডাকা হবে; তারা খুশি হয়ে উঁকি মারবে, হয়তো এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে, অতঃপর সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, একে চিনো? সবাই বলবে: হ্যাঁ! মৃত্যু। তাকে জবাই করে দেয়া হবে এবং বলা হবে: হে জান্নাতবাসী! অনন্তকাল থাকবে, আর মৃত্যু নেই, হে দোযখবাসী! অনন্তকাল থাকবে, আর মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতবাসীদের জন্য আনন্দের উপর

www.dawateislami.net

আনন্দ এবং তাদের (অর্থাৎ দোযখীদের) জন্য দুঃখের উপর দুঃখ। نَسْأَلُ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (অর্থাৎ আমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং দ্বীন ও দুনিয়া এবং আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি)। (বাহারে শরীয়ত, ১/১৭০-১৭১)

আতা হে ঈমাঁ কি হিফাযত কা সুয়ালী
খালি নেহী জায়ে গা ইয়ে দরবারে নবী সে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যারা নফল ইবাদত করেনা তাদেরকে ঘৃণা করা কেমন?

হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন ওয়াসিলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে মুবারকে এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করে, তখন সে তাদের সালাম করলো, তারা সালামের উত্তর দিলো। যখন সেই ব্যক্তি সেখান থেকে চলে গেলো তখন তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বললো: "আমি **আল্লাহ পাকের** জন্য এই ব্যক্তিকে ঘৃণা করি।" যখন সেই ব্যক্তি তা জানতে পারলো তখন সে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা আরয করলো এবং ফরিয়াদ করলো যে, আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা

www.dawateislami.net

করুন, সে কেন আমাকে ঘৃণা করে? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে স্বীকার করলো যে, আমি এই কথা বলেছি। ইরশাদ করলেন: তুমি কেন তাকে ঘৃণা করো? আরয করলো: আমি সেই ব্যক্তির প্রতিবেশি এবং আমি তার কল্যাণকামী, **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি কখনোই ফরয নামায ছাড়া তাকে নফল নামায পড়তে দেখিনি, আর ফরয নামায তো প্রত্যেক নেক ও বদ সবাই পড়ে। ফরিয়াদকারী ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কি আমাকে ফরয নামাযে দেরী করতে দেখেছে? অথবা আমি অযুতে কোন অলসতা করেছি? বা রুকু ও সিজদায় কোন কম করেছি? **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে আরয করলো: আমি এরূপ কোন বিষয় তার মাঝে দেখিনি। অতঃপর সে আরো আরয করলো: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি সেই ব্যক্তিকে রমযানুল মুবারক ছাড়া আর কখানোই নফল রোযা রাখতে দেখিনি, এই মাসের রোযা তো প্রত্যেক নেক ও বদ সবাই রাখে। একথা শুনে ফরিয়াকারী আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি কখনো রমযানুল মুবারকে রোযা ছেড়ে দিয়েছি? বা রোযার হকে কোন কম করেছি? জিজ্ঞাসা করাতে সে আরয করলো: না। অতঃপর বললো: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি দেখিনি যে, এই ব্যক্তি যাকাত ছাড়া কোন মিসকিনকে বা ভিক্ষুককে কিছু দিয়েছে বা **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করেছে, যাকাত তো

www.dawateislami.net

প্রত্যেক নেক ও বদ সবাই আদায় করে। ফরিয়াদকারী আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কি আমাকে যাকাত আদায়ে অলসতা করতে দেখেছে? অথবা আমি কখনো এতে টালবাহানা করেছি? জিজ্ঞাসা করাতে সে আরয করলো: না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ঘৃণা করা ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন: উঠে যাও, সম্ভবত সে তোমার চেয়ে উত্তম।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৯/২১০, হাদীস-২৩৮৬৪)

মুস্তাহাব ও নফলে গীবতের উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে ফরয ও ওয়াজিবে অলসতাকারীদের অলসতাকে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে তার অবর্তমানে বলা গীবত, মুস্তাহাব ও নফলেও অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করারও একই বিধান। কেননা এটাও মুসলমানের কষ্টের কারণ। মুস্তাহাব ও নফলে অলসতাকারীর গীবতের কিছু উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করুন: ✲ সে তাহাজ্জুদ পড়ে না ✲ সে জীবনে কখনো আশুরার রোযা রাখেনি ✲ ইশরাক ও চাশতের নামায পড়ে না ✲ সে আওয়াবিন কি পড়বে! তাকে এটা তো জিজ্ঞাসা করো যেম এই নফল কোন সময় পড়া হয় ✲ সে তাবাররুক বলে নিয়াজ তো খেয়ে নেয় কিন্তু এর জন্য চাঁদা দেয় না ✲ আমার মালিক খুবই অসৎ, তিনদিনের কাফেলার জন্য ছুটি দেয় না ✲ আমি তাকে বলেছিও যে, সবাই পড়ছে তুমিও সালাতুত তাওবা পড়ে নাও কিন্তু পড়লো না ✲ কোরআন খানীতে সবার শেষে যায়, সম্ভবত সে কোরআন পড়তে পারে না ✲ সে নাতখানিতে দেরী করে বরং তাবাররুক বিতরনের সময় যায়।

www.dawateislami.net

۷۸۶
۹۲

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَاحَبِیْبَ اللہ

دامت برکاتہم العالیہ

سگِ مدینہ محمد الیاس عطار
ابو بلال قادری رضوی

فیضانِ مدینہ، محلّہ سوداگران، سبزی منڈی، باب المدینہ کراچی

صلوا علی الحبیب!

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد

فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

"رضائے الٰہی کیلئے بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کرنا اچھا اور ثواب کا کام ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔"

(بستان العارفین مترجم ص ۱۲۲)

المدینہ
البقیع

مدینہ
الیاس
قادری

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إِنْ شَآءَ الله নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। إِنْ شَآءَ الله

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : জোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭২৬১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৭১

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৫৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net